بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২০ মার্চ, ২০২৬ মোতাবেক ২০ আমান, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আজ আমি ঈদের খুতবাও প্রদান করেছি, তাই এখন আমি সংক্ষিপ্ত খুতবা প্রদান করব। এর উদ্দেশ্যে আমি হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি বেছে নিয়েছি; এদিকে আমাদের সর্বদা মনোযোগ দেওয়া উচিত। তিনি বলেন,

জগতের সাথে একজন মু'মিনের সম্পর্ক যত বেশি বিস্তৃত হয়, সে অনুসারে তা তার উচ্চ মর্যাদার কারণ হয়, কেননা তার মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে দ্বীন বা ধর্ম। জাগতিক সম্পর্কগুলোর বিস্তৃতি তখনই মঙ্গলজনক হয় যখন এর উদ্দেশ্য ধর্ম হয়ে থাকে, অর্থাৎ জাগতিক সম্পর্কগুলোর উদ্দেশ্যও ধর্ম হওয়া উচিত। এটিই মু'মিনের লক্ষণ। আর পৃথিবী, এর ধনসম্পদ ও পদমর্যাদা ধর্মের খাদেম বা সেবক হয়ে থাকে। সুতরাং মূল বিষয় হলো, জাগতিকতা যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়, বরং জাগতিক আয়-উপার্জনের আসল উদ্দেশ্য যেন ধর্ম হয়। জাগতিক আয়-উপার্জন করলেও উদ্দেশ্য এটাই হওয়া উচিত যে, আমাদের ধর্মীয় অবস্থা যেন আরো উন্নত হয় এবং আমাদেরকে ধর্মের সেবা করতে হবে। দুনিয়া উপার্জন করতে হবে ধর্মের উন্নতির জন্য; ভুল কাজ করে নিজের ইহকাল ও পরকালকে ধ্বংস করার জন্য নয়। বরং নিজের পরকালকে সুন্দর করার জন্য এবং নিজের ধর্মকে সুন্দর করার জন্য আমাদের জাগতিক উপার্জন করা উচিত। তিনি বলেন, এমনভাবে জাগতিক উপার্জন করা উচিত যেন তা ধর্মের অধীন বা সেবক হয়। যেভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার উদ্দেশ্যে সফরের জন্য মানুষ যখন বাহন এবং পথের পাথেয় সাথে নেয়, তখন তার আসল উদ্দেশ্য থাকে কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছা; বাহন বা রাস্তার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো তার উদ্দেশ্য হয় না। সফরে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টির জন্য আমরা যে জিনিসগুলো সাথে নিই, এর উদ্দেশ্য হলো সফর যেন স্বচ্ছন্দ্যে কেটে যায় এবং আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌঁছতে পারি। সেগুলো দিয়ে সফরে আনন্দ-উল্লাস করা উদ্দেশ্য হয় না। একইভাবে মানুষ জাগতিক উপার্জন করবে, তবে তাকে ধর্মের সেবক মনে করে।

আল্লাহ্ তা'লা এই দোয়া শিখিয়েছেন যে,

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ (সূরা আল-বাকারা: ২০২)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে জাগতিক কল্যাণেও ভূষিত করো এবং পরকালের কল্যাণেও ভূষিত করো। আল্লাহ্ তা'লা যে এই শিক্ষা দিয়েছেন– رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنۡیَا حَسَنَۃً وَّ فِی الۡاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً – এতেও তিনি জগতকে অগ্রগণ্য করেছেন; কিন্তু কোন্ জগতকে? প্রথমে জগতের কথা রেখেছেন, কিন্তু কেন? কোন্ জগতকে রেখেছেন? 'হাসানাতুদ-দুনিয়া' (তথা জাগতিক কল্যাণ)-কে– যা পরকালেও কল্যাণের কারণ হবে। এমন দুনিয়া, যা অর্জন করলে (মানুষ) পরকালেও লাভবান হবে। এমন জাগতিক বস্তু যেন লাভ হয় যা পরকালীন কল্যাণের কারণ হবে। পরকালে আমাদেরকে লজ্জা পেতে হবে– এমনটি যেন না হয়। পুরোপুরি দুনিয়ায় মগ্ন হয়ে পড়লে লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে।

তিনি বলেন, এই দোয়ার শিক্ষা থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, জাগতিক উপার্জনের ক্ষেত্রে মু'মিনের উচিত পরকালের কল্যাণের কথা দৃষ্টিপটে রাখা। আর একইসাথে 'হাসানাতুদ-দুনিয়া' শব্দটিতে জাগতিক উপার্জনের সেই সমস্ত উৎকৃষ্ট মাধ্যমের উল্লেখ চলে এসেছে, যা দুনিয়া লাভের জন্য একজন মু'মিন মুসলমানের অবলম্বন করা উচিত। দুনিয়াকে এমন সকল উপায়ে অর্জন করো, যা অবলম্বন করার ফলে কেবল মঙ্গল ও কল্যাণ লাভ হয়; এমন উপায়ে নয় যা অন্য কোনো মানুষের কষ্টের কারণ হয়, কিংবা স্বজাতির মাঝে কোনো লজ্জা বা অসম্মানের কারণ হয়। এমন দুনিয়া নিঃসন্দেহে পরকালের কল্যাণ বয়ে আনবে। এমন দুনিয়া উপার্জন করো যার মাধ্যমে কেবল তোমারই লাভ হবে না, বরং মানবতারও লাভ হবে। আর জগতে এমন কোনো কাজ কোরো না যা তোমার জন্য লজ্জার কারণ হবে, তোমার পরিবার এবং তোমার নিকটাত্মীয়দের জন্য লজ্জার কারণ হবে; বরং একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন জীবন যেন হয়, পুণ্য ও খোদাভীতির ওপর পরিচালিত জীবন যেন হয়। যখন এমন জীবন হবে এবং তুমি এমন দুনিয়া উপার্জনের জন্য নিজের জীবন ব্যয় করবে, তখন তা তোমাকে ইহকাল ও পরকাল– উভয় ক্ষেত্রেই ধন্য করবে।

অতএব, আজ যখন গোটা বিশ্ব মোটের ওপর নিজেদের উদ্দেশ্য ও স্বার্থ উদ্ধারের পেছনে লেগে আছে, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া হয়; জাতিগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, তারা শুধু নিজ জাতির কথাই চিন্তা করে, মানবতার নয়; আর এই পথে চলে এসব লোক নিজেদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনছে। এমতাবস্থায় আমাদের আল্লাহ্ তা'লার কাছে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ যাচনার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের এদিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন, যেন আমরা আমাদের ইহকাল ও পরকালকে সুন্দর করতে পারি এবং সব ধরনের বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারি। আমি যেমনটি বলেছি, পৃথিবী ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত হতে চলেছে; আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন। আল্লাহ্ করুন, আমরা যেন নিজেদের কর্মকে উন্নত করার তৌফিক লাভ করি এবং এই দৃষ্টিকোণ থেকে দোয়া করারও তৌফিক লাভ করি– যেমনটি আমি একটু আগে ঈদের খুতবাতেও বলেছিলাম। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রকৃত অর্থে এসব কল্যাণ অর্জন করার তৌফিক দান করুন, উত্তম দোয়া করার তৌফিক দিন এবং সেগুলো কবুলও করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)